যুগান্তর

তারিখ ৮ ১৮ ২০১৩
পৃষ্ঠা ২

কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ আইন পাস না করার দাবি

যুগান্তর রিপোর্ট

'কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ আইন-২০১৩' পাস না করা এবং পূর্বঘোষিত ১৩ দফা বাস্তবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে হেফাজতে ইসলাম। জেলা প্রশাসক ও ইউএনওর মাধ্যমে বুধবার সারাদেশে এ স্মারকলিপি দেয়া হয়। স্মারকলিপি দেয়ার আগে মিছিল করার চেষ্টা করলে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্নস্থানে হেফাজত নেতাকর্মীদের লাঠিচার্জ করে ঘটিয়ে দিয়েছে পুলিশ। স্মারকলিপি দেয়ার আগে বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে রাজধানীর বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণ গেট ও গোলাপশাহ মাজারের সামনে দু'দফা হেফাজত নেতাকর্মীরা জড়ো হওয়ার চেষ্টা করে পুলিশের বাধার মুখে ব্যর্থ হয়। পরে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে জজকোর্ট মসজিদ এলাকায় জড়ো হয়ে মিছিলের চেষ্টা করলে পুলিশ হেফাজত নেতাকর্মীদের ওপর লাঠিচার্জ করে। দুপুর ১২টায় হেফাজতে ইসলামের ঢাকা মহানগর কমিটির নায়েবে আমীর মাওলানা আব্দুল হাসানাত আমিনীর নেতৃত্বে হেফাজত নেতারা জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেন। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন, মাওলানা ফজলুল করীম কাসেমী, মাওলানা শফিক উদ্দীন, মাওলানা হাফীযুল্লাহ মিয়াজী, মাওলানা মহিউদ্দীন ইকরাম, মাওলানা আলতাফ হোসাইন, মুফতি ফয়জুল ইসলাম, মাওলানা ফয়যাল আহমদ ও মাওলানা আনছারুল হক ইমরান।

প্রধানমন্ত্রী বরাবর দেয়া স্মারকলিপিতে বলা হয়, 'কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ আইন-২০১৩' বাস্তবায়িত হলে এদেশে কওমি মাদ্রাসার অস্তিত্ব ও স্বাধীন ধর্মীয় চর্চার অপমৃত্যু ঘটবে। কওমি শিক্ষাধারাকে বিলুপ্ত করার দুরভিসন্ধি প্রণীত আইনটি কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। দেশে বিদ্যমান হাজার হাজার কওমি মাদ্রাসার পক্ষে এ নীতিমালা কিছুতেই মেনে নেয়া সম্ভব নয়। অন্যদিকে আইনটি বাস্তবায়িত হলে ধর্মকে রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহারকারীরা এসব বেদেশ দ্বীনী প্রতিষ্ঠানে অনুপ্রবেশের সুযোগ পেয়ে যাবে। তাই 'কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ-২০১৩' খসড়া নীতিমালাকে আইনে রূপান্তরিত করার তৎপরতা অবিলম্বে বন্ধ করা হোক। দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণে হেফাজতে ইসলামের ১৩ দফা বাস্তবায়ন করা হোক। অন্যথায় দেশের সব কওমি মাদ্রাসার পক্ষ থেকে হেফাজতে ইসলাম এ ব্যাপারে কঠিন কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবে।